ক্লান্ত বাঁশির সুর

মাহবুব উল আলম চৌধুরী

ক্লান্ত বাঁশির সুর

মাহবুব উল আলম চৌধুরী

প্রকাশক
ফোরকান আহমদ বিএ অনার্স; এমএ
স্বত্বাধিকারী, পালক পাবলিশার্স
৮/২, নর্থ সাউথ রোড, পুরানা পল্টন
বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১৭৯/৩, ফকিরেরপুল
জিপিও বক্স ৪১৫, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৪৫৮১৬, ০১৭২০৩০৮৮৬১

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৪১৫
পঞ্চদশ আন্তর্জাতিক ঢাকা বইমেলা ২০০৮

গ্রন্থস্বত্ব
সাফিনা আহমেদ
ইসতিয়াক আহমেদ

প্রচ্ছদ
ইবতিসাম

মুদ্রণ
মাটি আর মানুষ
১৭৯/৩, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ একশত ত্রিশ টাকা

KLANTO BASHIR SHUR : (a collection of articles) by Mahbub ul Alam Chowdhury. Published by Forkan Ahmad. Proprietor, Palok Publishers, 8/2, North South Road, Puranapalton, (Contract : 179/3, Fakirerpool) GPO Box No 415, Dhaka-1000, Bangladesh. Cover designed by Ibtisam Ahmed, First published December 2008, Price Tk.130.00 US $ 10

ISBN 984 445 239 02

জীবনের শেষ পর্যায়ে কবির মধ্যে এক ভিন্নতর মৃত্যু-চেতনা লক্ষ্য করেছি। তার অন্তর, তার ভালোবাসা, তার সংগ্রাম সবকিছুই যেন বেঁচে থাকবে অনন্তকাল ধরে। মানবতার জন্য সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, মানুষের সম-অধিকারের সংগ্রাম– এসব যেন সর্বদা সক্রিয় থাকে, এ প্রার্থনাই তিনি করতেন অহরহ। বলতেন, মানুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা সবকিছুই বিলীন হয়ে যায়। তাই মানুষের জন্য তার যুদ্ধ অনন্তকাল ধরে চলবে।

কবির সহকারী আবদুর রহিম এ কবিতাগুলো বিভিন্ন ডায়রির পাতা থেকে সংগ্রহ করেছে। কোনো কোনোটার পাশে লাল কালি দিয়ে কবি লিখে রেখেছেন 'কিছু সংশোধন করতে হবে'। সময় হলো না আর। তাই যেভাবে প্রথম খসড়া পেয়েছি ঠিক সেভাবেই ছাপানো হয়েছে।

কবির নিজের ভাষায় – 'আমার কবিতা চিরকাল রাজনীতির হাত ধরে চলে' সে কারণে তার লেখায় রাজনৈতিক চেতনার মধ্যেও প্রেম-অনুভূতির এক অপূর্ব সম্মেলন লক্ষণীয়।

এই বইয়ের সঠিক শিরোনাম দিতে পেরেছি কিনা জানিনা। লেখার জন্য কবিকে ক্লান্ত বোধ করতে দেখিনি কোনোদিন– কিন্তু অনুভূতিতে তিনি হয়তো শুনতে পেয়েছিলেন ক্লান্ত বাঁশির সুর।

আমার ছোট দৌহিত্র ইবতিসাম আহমেদ একটি গাছের ড্রইং করে তার নানাকে দেখিয়েছিল। নানার প্রশংসা শুনে সে খুব গর্ববোধ করতো। আর অশেষ আনন্দ পেতো। নানা অত্যন্ত খুশি হয়ে বলেছিলেন– 'এটা আমার একটি কবিতার বইয়ের প্রচ্ছদ হবে'। কবির ইচ্ছানুযায়ী এটাকেই এই বইয়ের প্রচ্ছদ করা হয়েছে।

স্নেহাস্পদ ফোরকান আহমদ বইটি অত্যন্ত যত্ন সহকারে ছাপিয়েছেন। জামাতা ইশতিয়াক আহমেদ এবং আবদুর রহিমের সহায়তায় কবিতাগুলো সূচিক্রম তৈরি করেছি। এতে কোনো ত্রুটি হয়ে থাকলে আমি সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

জওশন আরা রহমান
সীমান্ত
বাড়ি-৪৮, রাস্তা-২০
সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

সূচি

তুমি কি বোঝ : ক্লান্ত বাঁশির সুর ৫
বর্ষপঞ্জী ৭
বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে সেই জনতা ৮
সাবধানে পার হয়ো ৯
একটি মণিকুন্তলা ১০
ওয়াহিদুল হকের মৃত্যুতে ১১
আনো আলো আরো আলো ১২
স্বর্গ কোথায় স্বর্গ কোথায় ১৩
ধরা যাক দু-চারটি ইঁদুর এবার ১৪
আঘাত করলে ১৫
সুখের সরোবরে ১৬
অনেক খুঁজেছি তাকে ১৭
ব্যাংকক তোমাকে বিদায় ১৮
কিষাণ-শ্রমিক ২০
বন্যায় ভাসলো দেশ ২১
নীলা ২২
প্রস্তরে নির্মিত অন্তর ২৩
ক্ষমা নেই ক্ষমা নেই ২৪
কী কথা তার সাথে ২৫
তারা পাবে না নিস্তার ২৬
মৃত্যুর আগে ২৭
বিশটি বছর হারিয়ে গেছে ২৮
শহীদ মিনার ২৯
গর্বিত হলাম ৩০
ভুলো না সেই কালোরাত্রি ৩১
কেন এমন হয় ৩২
আগুনের ফুল ৩৩
উনি আসলেন, দেখলেন, মনে মনে জয় করলেন ৩৪
সেখানে কেন যাবো ৩৫
আমার মৃত্যু হলে ৩৭
স্মৃতিপাঠ ৩৯
তোমার প্রতিটি সৃষ্টিতে ৪০
আবার জেগে উঠেছি ৪১
দ্বার খুলে দাও ৪২
রক্তের ভেতর মৌমাছির গুঞ্জরণ ৪৩
শক্ত মাটিতে পা থাকলে ৪৪
এখন কী করে ঘরে বসে থাকি ৪৫
স্মরণ করো ৪৭
স্বপ্নকে সাজাতে হবে ৪৮
আলোকিত মানুষের সঙ্গে ৪৯
কে তুমি ৫০

আমার প্রিয় শহীদ মিনার ৫১
আমাকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়ো না ৫৩
কালের অমর সাক্ষী ৫৪
যাবার আগে নিসনে কেড়ে ৫৫
দুরন্ত সৈনিক ৫৬
জীবন হতো নদী ৫৭
নেই কোনো ভাবনা ৫৮
ক্লান্ত পথিক আমি ৫৯
আমাকে রুখবে কে ৬০
হৃদয়ে হৃদয়ে ৬১
তাদের স্মরণ করি ৬২
যুদ্ধবাজ ৬৩
গুচ্ছ কবিতা ৬৪
কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি ৬৯

ক্লান্ত বাঁশির সুর

তুমি কি বোঝ : ক্লান্ত বাঁশির সুর

মন মানেনা
তাই অকারণে তোমাকে টেলিফোন করি
কি যে বলি কেন বলি
তা নিজেও বুঝি না
তুমি কি বোঝ?
রাজপথে রক্তের আলপনা দেখে
যে বেদনার বাঁশি বাজে
আমার প্রাণের ভেতর
সেই ক্লান্ত বাঁশির সুর
তুমি শুনতে পাও কি
যে বাঁশির সুরে
বাদল হাওয়া পাগল হলো
আকাশ জুড়ে মেঘ ঘনালো
বনের পাখি ছুটে এলো
সেই খবর শুনে
তোমার হৃদয় নিভৃতে কাঁদে নাকি
তুমি আকুল এলো কেশে
নতুন রাধার মতো
বৃন্দাবন পার হয়ে
লোকালয়ে আমাকে
খুঁজতে চাও কি।

যদি চাও
আমাদের শহীদ মিনারে
আমাকে খুঁজে পারে
গণমিছিলে আমাকে খুঁজে পাবে
তুমি একবার শহীদ মিনারে এসো
সেখানে তোমার সাথে দেখা হবে
গজদন্ত মিনারের শীর্ষ ছেড়ে
জীবনের সব বিলাসী আয়োজন
পেছনে ফেলে
এসো শহীদ মিনারকে
সাক্ষী রেখে
বন্ধুত্বের রাখী বাঁধি।
আমাদের যে পূর্ব দিগন্ত থেকে

লাল সূর্য ছিনিয়ে আনতে হবে।
দেশ থেকে পশু তাড়িয়ে

নতুন করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে হবে।
পথের সাথী হবে এসো
কমরেড হবে এসো।

জালালাবাদে যে পথের শুরু
সেখানে আমাকে পাবে
শহীদ মিনারে যার পতাকা ওড়ে
সেখানে আমাকে খুঁজে পাবে
ছিনতাই করা স্বাধীনতা
ফিরিয়ে আনতে যে সংগ্রাম শুরু
সেখানে আমাকে খুঁজে পাবে।

১৬ নভেম্বর ২০০৬

বর্ষপঞ্জী

ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ
গানের দেশ কবিতার দেশ
ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির এমন বিচিত্র যাদু
আর কোনো দেশে চোখে পড়ে না।
শিয়রে দাঁড়িয়ে এর পর্বত শিখর,
চরণ ধোয়ায় রত বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গমালা,
বুক জুড়ে জ্বলছে এর বারবকু ে র দাবানল।
আবক্ষ জড়ানো পদ্মা, যমুনা, মেঘনা
কর্ণফুলীর লীলাময় বিস্তার।

ধুলায় ধূসর রূক্ষ জটাজল বিস্তার করে
এখানে আসে বৈশাখ।
শস্য শূন্য তৃষা দীর্ণ মাঠে মাঠে তার অবারিত বিচরণ।
আকাশে নিদাঘ রৌদ্রের নিষ্ঠুর দীপ্তি।
শ্রাবণের বাঁধন হারা বৃষ্টি ধারায়
কখন তা আবার ধুয়ে মুছে যায়।
বর্ষার অবিরাম বর্ষণধারায়
সঙ্গীতে বাংলার হৃদয় বেজে উঠে অপূর্ব মূর্ছনায়।
কাননে কান্তারে কদম্ব কুসুমের ধুম পড়ে যায়।
আবার কখন শিশির স্নাত পথঘাট
শিউলির গন্ধে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।
কাশের শুভ্র হাসিতে নদীর কূল ভরে উঠে।
তারপর হেমন্তের মাঠে মাঠে রূপশালী ধানভানা,
রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ : নবান্নের নতুন উৎসব।
শীতে কুহেলী রাত্রির অবকুণ্ঠিত মায়াজালে
মানুষের সুখ-দুঃখের দোলা অঙ্কুরিত হয়ে উঠে।
তারপর আসে পাতাঝরার দিন।
বসন্তের মাতাল বাতাসে
নতুন উন্মাদনায় জেগে ওঠে বাংলাদেশ।
প্রকৃতির এই সুখ দুঃখের অনন্ত দোলার মধ্যে
বেঁচে থাকে এদেশের সংগ্রামশীল মানুষ।

১৯৯৫

বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা
আজ জেগেছে সেই জনতা

আবার মিছিলে এলাম
আবার রাজপথে রক্ত দিলাম
এবার ফাঁসির দাবি নয়
যারা আমার সংবিধানের পবিত্রতা
নষ্ট করেছে
যারা আমার স্বাধীনতার স্তম্ভ
ভেঙে দিয়েছে
যারা আমার ভোটাধিকার
ছিনিয়ে নিতে চায়
যারা নির্বাচনে বানচাল করতে চায়
যারা আমার
বাঙালিত্বের গৌরবকে
ধুলায় মিশিয়ে দিতে চায়
যারা কানসাটে
আমার কৃষক ভাইদের হত্যা করেছে
যারা ফুলবাড়ি
আমার আদিবাসী ভাইদের হত্যা করেছে
যারা রাজপথে
ওয়াজিউল্লাহকে হত্যা করেছে
যারা রাজপথে
আমার বোনের
বস্ত্র হরণ করেছে
যারা আমার
পিতাকে হত্যা করেছে
আমি তাদের বিরুদ্ধে
আজ-এখনি
যুদ্ধ ঘোষণা করলাম।

সাবধানে পার হয়ো

আমার জীবনে কেউ বলে নাই
তুমি বড় ক্লান্ত একটু ঘুমাও
একটুখানি কম করে খেটো
অন্ধকারে প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে
বলে নাই সম্মুখে
দুর্গম পথ সাবধানে হেঁটো
সাবধানে পার হয়ো
পর্বতের সিঁড়ি,
শাড়ির আঁচল দিয়ে কোনোদিন
মুছে দেয় নাই কপালের ঘাম
ভালোবেসে বলে নাই
আমার বুকে মাথা রেখে
একটুখানি করো বিশ্রাম।
হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে
বলে নাই কেউ
হৃদয় আমার চায় যে দিতে
কেবল নিতে নয়।

একটি মণিকুন্তলা

সুন্দর বটে জানি
তোমার চোখের দীপ্তি
আলো-অন্ধকারে ঢাকা
তোমার অবয়ব খানি
মনে হয় বিধাতার
নিজের হাতে তৈরি তুমি
একটি মণিকুন্তলা
সেই তুমি এলে হঠাৎ
বাঁধনহারা বৃষ্টি ধারার মতো
আমার জীবনে
জানি না কোন পুণ্যের ফলে
এলে আনন্দে এলে অনুভবে
এলে চোখের সলিলে।
আবেগে সোহাগে বললে
কবি, একটি কবিতা লেখো
আমার জন্যে
তোমার কণ্ঠস্বরের লাবণ্যে
আমার হৃদয়ের নদী
সহসা প্লাবিত হলো
ছুটে গেল তোমার হৃদয়ের কাছে
যে বাতাস আনে
ফুলের গন্ধ
সেই গন্ধ পেলাম তোমার শরীরে
তাই নির্মাণ হলো এই কবিতা।

ওয়াহিদুল হকের মৃত্যুতে

তোমাকে হারিয়ে
হারিয়েছি জীবনের প্রতিধ্বনি
কতকাল ধরে শুনে আসছি তোমার বাঁশি
একক কণ্ঠে হাজার পাখির গানের মতো
শুনেছি তোমার ভুবন মোহিনী গান
রবীন্দ্রনাথের আসন তলে
ধুলায় ধুলায় ধূসর হতে দেখেছি তোমাকে
ঝোলা কাঁধে নিয়ে
বাংলার এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে
ছড়িয়ে দিয়েছো সুরের আগুন
রবীন্দ্র ভাবনা মানবধর্ম
মুক্তবুদ্ধির বীজ বুনে গেছো
ছায়ানট ভবনের কেন্দ্রবিন্দুতে
অভয় মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছো
নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষকে
চিরকাল তোমার হৃদয় মাঝে
বেজেছে অভয়
একথা তুমি জানিতে নিশ্চয়
পৃথিবীটা বুড়ো হলে তার দাঁত
পড়ে যায়। চোখে কম দেখে।
হাঁটতে পারে না আগের মতো
তাই নিঃশেষে তুমি করেছো দান
তোমার জীবন-তোমার গান।

২৮ জানুয়ারি ২০০৭

আনো আলো আরো আলো

দিন এসেছে দিন বদলের
মন্ত্র নাও সঙ্ঘবদ্ধতার
জীবনে যদি নামে
মৃত্যুর ভয়
শপথ নাও শিকল ছেড়ার
দুর্যোগে যদি ঘনায় আঁধার
হতাশায় ভেঙে পড়ো
তবে শক্ত হাতে
দেশের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরো,
তৈরি করো শাশ্বত মানববন্ধন
আনো আলো, আরো আলো
আনো ঘরে ঘরে জাগরণ।

স্বর্গ কোথায় স্বর্গ কোথায়

স্বর্গ কোথায় স্বর্গ কোথায়
স্বর্গ আমার বাংলাদেশ
বৈশাখে যার উদাস নয়ন
আমের ছায়ায় বিছায় শয়ন
মাঠভরা ধান সোনার বরণ
কোথায় পাবে
পাহাড়-নদীর এমন সমাবেশ।

কাহ্নপা যার আদিপিতা
অতীশ যাহার পারমিতা
রবির মতো কবি যাহার
সুন্দর প্রমথেশ
সমুদ্র যার অবিরত
চরণ ধোয়ায় নিত্যরত
আম কাঁঠালের গন্ধ উতলা
সবুজ পরিবেশ।

ভাষার তরে প্রাণ দিয়েছে
এমন দেশটি কোথায় আছে
কোথায় আছে
এমন শ্যামল স্নিগ্ধ পরিবেশ।
স্বর্গ কোথায় স্বর্গ কোথায়
স্বর্গ আমার বাংলাদেশ।

১৯-০৬-২০০৭

ধরা যাক দু-চারটি ইঁদুর এবার

তর্জনী উঁচিয়ে
তিনি বললেন,
জীবন দিয়ে হলেও
বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে রক্ষা করবো

চমৎকার
ধরা যাক দু-চারটি ইঁদুর এবার
এই বলে যদি রক্ষা পাওয়া যায়
ধরা যায় দু-চারটি লোভনীয় পুরষ্কার
বয়ে বেড়াতে পারি পরাজয়ের গ্লানি দাসত্বের ভার
মন্দ কি চমৎকার
নেত্রীবিহীন সংস্কার
না কুসংস্কার
না পথ কাটা মন্ত্রী হওয়ার।
চমৎকার
ধরা যাক দু-চারটি ইঁদুর এবার।

রাজনীতি তিনি ভালোই বোঝেন
তাই উপরে ওঠার সিঁড়ি খোঁজেন
বারংবার
মন্দ কি ধরা যাক দু-চারটি ইঁদুর এবার
তিনি ছিলেন, তিনি থাকবেন
হোক তা তার
পদধূলি পাওয়া অহঙ্কার, পুরস্কার
চমৎকার ধরা যাক দু-চারটি ইঁদুর এবার
দুর্নীতির অভিঘাতে
বিধ্বস্ত এই দেশে
দুর্নীতির দায় এড়াতে
তিনি করতে চান দলের সংস্কার
চমৎকার
ধরা যাক দু-চারটি ইঁদুর এবার
হায় ভগবান
মারি ও মড়কের মতো
এ দুর্ভাগা দেশে
কেন বর্গির মতো মৃত্যু আসে বারবার
চোর চাই চোর চাই বলে
ভূকম্পিত করে চারধার
তছনছ করে মানুষের সংসার
চমৎকার
ধরা যাক দু-চারটি ইঁদুর এবার
এখনই সময় বটে বিনাক্লেশে মন্ত্রী হওয়ার
এ সুযোগ আসে না বারবার
চমৎকার
তার মধ্যে ধরা যাক দু'চারটি ইঁদুর এবার।

আঘাত করলে

বলো রাজা বলো এত কাদা ঘেটে
কী তবে পেলে কী তবে দিলে
অনেককেই তো ধরলে মারলে পিটালে
আটক করলে
আসল কাজটি বাকি রেখে দিলে
বাঘের পিঠ থেকে নামবার
একটা উপায় বের করো রাজা
ওদের ক'জনার পিঠ
এত প্রশস্ত নয়
যেখানে পা রেখে নামতে পারবে।
তাদের পিঠে পা রাখলে
আছাড় খেয়ে মাথা ভাঙবে
সর্বস্ব হারাবে।
দয়া করে মগজটাকে
হাঁটু থেকে মাথায় তুলে লও
বুকে নিতে শেখো
বাংলার মাটি
আঘাত করলে
আগুন বেরুবে
দাবানল ছড়িয়ে যাবে সর্বত্র।
দয়া করে বুঝতে শেখো
ক্ষমতা ছাড়ো।

সুখের সরোবরে

কেন মন ফিরে যেতে চায় সেই বসন্ত দিনে
যখন সুখের সরোবরে
কয়েকটি সাদা হাঁস আনন্দে ভাসতো
আকাশের নক্ষত্রগুলো পরীর মতো
পাখা মেলে পৃথিবীতে চলে আসতো
ফুলের গন্ধ বন্ধুর মতো আমাদের জড়িয়ে ধরতো
তোমার কী ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় না
সেই বসন্ত দিনে
ইচ্ছা হয় না সুখের সরোবরে
আনন্দে সাদা হাঁসের সাথে
সাঁতার কাটতে
পা দু'খানি ছড়িয়ে দিয়ে
সবুজ ঘাসে বসে
দু'জন দু'জনায়
সাত সাগর আর তেরো নদীর
গল্প করতে
কখনো কখনো চোখ বুজে
ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে দেখতে
আমার হাতটি তোমার মুঠোয়
নিয়ে যেতে।

অনেক খুঁজেছি তাকে

পিপাসিত আমি
অনেক খুঁজেছি তাকে
রাজপথে ফুটপাতে
জনারণ্যে শপিংমলে
বারে কিংবা নাইট ক্লাবে
কোথাও সে নাই
গীর্জায় মন্দিরে
অনেক খুঁজেছি তাকে
দুর্ভিক্ষে মন্বন্তরে
সুনামি আর প্রাকৃতিক দুর্যোগে
দাঙ্গায় গণহত্যায়
শীতের হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে
অকালে ঝরে যায়
যে উন্মুখ মুকুল
তাদের মৃত শয্যায়
কোথাও তাকে পাই নাই।

ব্যাংকক তোমাকে বিদায়

ব্যাংকক তোমাকে বিদায়
যে কোকিল প্রায় ভোরে
মধুর কণ্ঠসুরে ঘুম ভাঙাতো
হে ভোরের কোকিল বিদায়।
যে সুন্দরী মেয়েটি
ঘর সাফ করতে এসে
বোবার মতো মিষ্টি হেসে
আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো
যার কথা আমি বুঝতাম না
আমার কথা সে বুঝতো না
চোখে চোখ পড়তে হেসে দৃষ্টিটি ফিরিয়ে নিতো
সেই মিষ্টি মেয়েটি বিদায়।
ফুটপাতে ক্ষিপ্রগতিতে
খাবার তৈরি করে বিক্রি করতো যারা
বিদায় সেই ফুটপাতের রমণীরা।
যে টেক্সি ড্রাইভারকে বার বার
গন্তব্যস্থলের ঠিকানা বলে দিতে হতো
তাকে বিদায়।
যে তাজা কমলা লেবুর রস বিক্রেতার
কাছে প্রায় যেতাম
সেই অমৃত রস পানের তীব্র পিপাসা
তাকেও বিদায়।
হাসপাতালের তরুণী সেবিকারা
পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়
সম্মান দেখিয়ে মাথা নীচু করে যেত
সদা হাস্যময়ী সেই সেবিকারা
বিদায়।
বিদায় শপিংমলের
ক্রেতা বিক্রেতারা
করজোরে নম্রতায়
কথায় কথায় যারা প্রণাম জানাতো, বিদায়।
পল্লী হতে যে গরিব দুঃখীরা
কাঁধে বয়ে নিয়ে আসতো
তাদের সুপুষ্ট
ফল-মুল রকমারী ঐতিহ্যের
অন্তর্গত লুপ্তপ্রায় খাবার
বিদায়।
বিদায় হোটেলের
সেই সুদর্শনা মেয়েটি
যার উপর আমি কবিতা লিখেছিলাম,

অথচ তার একটি চরণও তাকে
শোনাতে পারিনি
যে শুধু দৃষ্টি এড়িয়ে
দূর থেকে আমার দিকে
তাকিয়ে থাকতো
আর আমার মনে হতো
সে অবশ্যই আমার
হৃদয়ের আয়নায় তাকে দেখতে পেয়েছে
আর আমার চোখের ভাষা পড়তে
পেরেছে, তার উপর লেখা
আমার কবিতা
হে আমার কবিতার কিশোরী নায়িকা
বিদায়।
কোনোদিন আর ব্যাংককে
আসতে পারবো না
ব্যাংকক তোমাকে বিদায়।

১৯ মার্চ ২০০৭

কিষাণ-শ্রমিক

আবার যদি জন্ম নিতে হয়
সেই প্রগাঢ় অমাবস্যা
কেটে গিয়ে যদি আসে শুক্লা চতুর্দশী
তোমার রক্তের আলপনায় মাথা রেখে
আবারও তোমাকে জানাবো প্রণাম।

আমি জানি তুমি আমাদের হৃদয়ের গভীরে
কত বড় শক্তির উৎস।
কত উদ্দাম উত্তাল দিনে
মিছিলের পুরুভাগে থেকে
তুমি আমাদের হাতে হাতে দিয়েছো তুলে
অগ্নির বিজয় মশাল
বাঁধভাঙা স্রোতের মতোন
এদেশের অগণিত লোক
তোমার কণ্ঠে পরিয়েছে বিজয়ের মালা।
এই সব ভিখারীর হাত নয়
কর্মজীবী কিষাণের শ্রমিকের
প্রেমদীপ্ত হাত।

বন্যায় ভাসলো দেশ

বন্যায় ভাসলো দেশ
মনে হয় সব শেষ
কে আমাদের পাশে দাঁড়াবে
আবার কি আমরা ঘর-বাড়ি
তুলতে পারবো
আবার কি মাঠে
লাগাতে পারবো ধান
আর শস্যের বীজ
বন্যায় ভাসলো দেশ
ডুবল পুকুর
মাছেরা নিরুদ্দেশ
গোয়াল ঘরের গরু
ভাসছে এখন জলে
ঘর বাড়ি চলে গেছে
গভীর পানির তলে
গোলা ভরা ধান
হয়েছে বিরান
বীজতলা কাদায় গেছে ভরে
নতুন করে ধান কৃষকেরা
লাগায় কেমন করে।

নীলা

শোকাহত মাতা তুমি
বেদনার শীর্ষে বসে
ভালোবাসো প্রিয় জন্মভূমি।
হাসি দিয়ে
আলোকিত করে রাখো
মানুষের মন
হৃদয়ের ভালোবাসা দিয়ে
সিক্ত করো অনুক্ষণ।
শোকাহত মাতা তুমি
মাঝে মাঝে হয়ে উঠো প্রিয়া
পৃথিবীকে স্বর্গ করো
হৃদয়ের সব ধন দিয়া।
নিজের সুগন্ধে তুমি
নিজে সুবাসিত
কারো ভয়ে কখনো
হওনা তুমি ভীত
তোমার দিকে যখনি তাকাই
ইচ্ছা হয় সম্পদে সংকটে
তোমাকে যেন কাছে পাই।

প্রস্তরে নির্মিত অন্তর

কিছুই কি বলার নেই তোমার
সোনাঝরা আকাশ
সুগন্ধে ভরা অমিয় বাতাস
দুপুরে স্মৃতিঝরা স্নিগ্ধ অবকাশ
কিছুই কি তোলে না তোমার মনে
আনন্দের ঢেউ
তোমাকে কাঁদাতে হাসাতে পারে
স্বপ্ন দেখাতে এমন কেউ
নেই কি তোমার বুকের ভেতর,
কঠিন প্রস্তরে নির্মিত কি
তোমার অন্তর।
ঢেউতোলা হলুদ সূর্যের ক্ষেত
বিস্তৃত শস্যের খামার
তুমি কি দেখনি,
শুনতে পাওনা কি
কলহাস্যে মুখরিত নদীর নিবিড় স্বর
এইসব দেখার শোনার
ইচ্ছা করো প্রবলতর।

ক্ষমা নেই ক্ষমা নেই

ঘাতক দালাল নির্মূল হও তুমি
তোমার মুখে দিলাম ছুঁড়ে
ঘৃণার যত পাহাড় ঘৃণার যত থুথু।
ফাঁসিতে তোমার চড়তেই হবে
ক্ষমা নেই ক্ষমা নেই
তোমাকে মাফ করা হবে না কিছুতেই।
মা বোনের তোমরা ইজ্জত কেড়েছো
জ্বালিয়েছো শহর
পুড়িয়েছো ঘর-বাড়ি
সে কথা আমি জীবন থাকতে
কী করে ভুলতে পারি
আমি যদি বাঙালি পিতার
সৎ পুত্র হই
স্বজন হারানো বেদনায়
তোমার গায়ের কুমির চামড়া
চাবুকের ঘায়ে
তুলবই আমি তুলবই।
বধ্যভূমির শত শত লাশ
মুনীর চৌধুরী, অমল বিশ্বাস
গোবিন্দ দেব, শহীদ কায়সার
যাদের করেছে হত্যা তোমাদের
রাইফেল তরোবার
ক্ষমা নেই ক্ষমা নেই
ক্ষমা নেই তার।

ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে
জেগে ওঠো বাঙালি জেগে ওঠো আবার
দিকে দিকে মোর্চা করে
হৃদয় হতে হৃদয়ে আগুন জ্বালো
জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও
ঘাতকের ঘৃণিত যত ঘাঁটি
চলো আবার অস্ত্র ধরি
চলো মুক্ত করি
বাংলার দুর্জয় মাটি।

কী কথা তার সাথে

কী কথা তার সাথে
যে বলে বারিধারার বাড়িগুলো ভারী সুন্দর
এমন একটি বাড়ি কখন হবে আমার
মালিটোলার কামাল সিকদার মেয়ের বিয়েতে
দিয়েছে হীরের মুকুট
আমি কী দিতে পারবো অনুর বিয়েতে
ছায়ানটের গানের আসরে
বীথির শাড়িটি ছিল সবচেয়ে দামি।

কী কথা তার সাথে
যে নেরুদার নাম শোনেনি কখনো
জীবনানন্দের কবিতা পড়লে
নজরুলের কবিতা– তাই না।
কী কথা তার সাথে।

তারা পাবে না নিস্তার

ওরা যদি পরাস্ত হয়
নিরস্ত্র ফয়েজের রক্তিম ব্যানার
যদি পদস্ত হয় বজ্রমুষ্টি উর্ধ্বে তোলা
রামেন্দুর অঙ্গীকার
তখন এ দেশ অন্ধকারে ভরে যাবে
নারীরা পণ্য হয়ে ঢুকে যাবে রন্ধনশালায়
অথবা রঞ্জিতা স্থান পাবে লম্পটের আক শয্যায়।

ওরা যদি পরাস্ত হয়
নিরস্ত্র ফয়েজের প্রতিবাদের রক্তিম ব্যানার
যদি বিজয়ের পতাকা হতে না পারে
যদি শিথিল হয়ে যায় রামেন্দুর উর্ধ্বে তোলা বজ্রমুষ্টি
প্রতিরোধের সদয় অঙ্গীকার
যদি আসাদুজ্জামান নূরের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে যায়
শামসুর রাহমান সিলেটে গিয়ে যদি
না পায় সম্মান
তখন এদেশে এসে যাবে আইয়ামে জাহেলিয়াত
গভীর এক অন্ধকারে ডুবে যাবে দেশ
শিশুকন্যা হত্যা করে অট্টহাসি হাসবে পিতারা
নারী শূন্য হয়ে যাবে পাঠশালা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়
নারীরা পণ্য হয়ে ঢুকে যাবে রন্ধনশালায়
অথবা রঞ্জিতার মতো স্থান পাবে লম্পটের আক শয্যায়
বেলি রোডে দর্শকের আনাগোনা বন্ধ হয়ে যাবে
ফতোয়াবাজেরা দখল করে নেবে শহীদ মিনার
শহীদ জননী পরলোক হতে হানিবে ধিক্কার
যারা রাশ টানে
একদিন তারা পাবে না নিস্তার।

মৃত্যুর আগে

মৃত্যুর আগে
যে কবিতা রেখে যাবো
হৃদয়ের লকারে
চাবি দিয়ে যাবো
তোমার হাতে
তখন খুলে দ্যাখো
সে আগের তুমিকে
আজকের তুমি চিনতে পার কিনা।
আর কিছু চাই না তোমার কাছে
শুধু দু'ফোটা চোখের জলে
ভিজিয়ে নিয়ো সেই কবিতা
যাকে আমি অমরতা দিয়েছি
আমার সূর্যাস্তের রক্তরাগে।

বিশটি বছর হারিয়ে গেছে

হঠাৎ জেগে উঠলাম
দেখলাম, বিশটি বছর হারিয়ে গেছে
আমার জীবন থেকে
ক্ষোভে হোক অভিমানে হোক
তারপর আবার হাঁটা শুরু
রাজপথ শ্রমিক বস্তি
কিষাণের শস্যক্ষেত্রে
শুরু হলো অবিরাম বিচরণ
গান লেখা কবিতা লেখা
মানুষকে জাগিয়ে তোলা
এখন আমার ব্রত।
আবার হারিয়ে গেলাম
জনসমুদ্রে
যেখানে মানুষ
সেখানে আমাকে পাবে
যেখানে মিছিল
সেখানে আমার বিচরণ
পথে পথে
আমার পায়ের
রক্তক্ষরণ
সংকটে সংগ্রামে
আমি যে ছিলাম
তোমাদের সাথে।

শহীদ মিনার

দুঃখে যখন বুক ফেটে যায়
মানুষ তখন কার কাছে যায়
তুমি ছাড়া, জননী আমার,
বাংলার অমর কীর্তি
শহীদ মিনার।
শোকে তাপে সংকটে সংগ্রামে
বিপন্ন হলে
তোমার কাছে ছুটে যাই
বুকে নিয়ে বেদনা অপার
বাংলার অমর কীর্তি
দুঃখিনী জননী আমার
শহীদ মিনার।

গর্বিত হলাম

নববর্ষে
সবাই এসেছে
শুধু একজন আসে নাই।
তার অনুপস্থিতিতে
আলোকিত হল না আসর।
বিষাদের মেঘে ঢেকে গেল
অনেকের মুখ।
তুমি আসনি কেন
সবাই জানতে চায়।
কোনো সদুত্তর দিতে পারিনি
অবশেষে তোমার দেওয়া
সেই চমৎকার পাঞ্জাবিটি
সবাইকে দেখিয়ে বললাম
এইতো সে আমার শরীরে জড়িয়ে আছে
মুহূর্তে ঘরটা উজ্জ্বল হয়ে গেল
সবার মুখে তৃপ্তির হাসি।
আমি গর্বিত হলাম
একজন সুবাসিত বাঙালির
উপহার বহন করার অধিকারী হয়ে।

ভুলো না সেই কালো রাত্রি

সেই কালো রাত্রি
চারিদিকে অন্ধকার
বারুদের গন্ধ
গুলির শব্দ
ভয়াল রাত্রি
গণহত্যায় নেমেছে পশুরা
শিশু নারী যুব বৃদ্ধ
শুধু মরছে অকারণে মরছে
হায়েনারা ছিড়ে খাচ্ছে
মানুষের তাজা মাংস
রক্ত দিয়ে তৈরি হচ্ছে
স্বদেশের মানচিত্র
বন্ধু ভুলো না ভুলো না
সেই কালো রাত্রি।

কেন এমন হয়

ছোট ছোট সুখ ছোট ছোট দুঃখ নিয়ে
আনন্দে থাকি।
মাঝে মাঝে বিষণ্নতায় ভরে যায়
বিপন্ন হৃদয়
বুকের ভেতর ফুল পাখি বিত্তশলয়
হঠাৎ শুকিয়ে যায়
ইচ্ছা হয় পৃথিবী থেকে কোথাও পালিয়ে যাই
নিই শেষ বিদায়।
কেন এমন হয়
আমি নিজেও বুঝি না
কাউকে বোঝাতে পারি না।

আগুনের ফুল

কারো কাছে তুমি অনিন্দিতা
কারো কাছে মাথার মণি
আমার কাছে তুমি একটি আগুনের ফুল
মিষ্টি মধুর একটি সাহসী মেয়ে।
তোমার পানে চেয়ে
আমি আকাশ ছুঁতে পারি
তোমাকে দিতে পারি
নক্ষত্রের মর্যাদা
যে নক্ষত্র দিনের আলোয় হারিয়ে যায়
রাতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে
ভোরের প্রত্যাশায়।
বলোতো,
তোমার মাথায় এত ভাবনা
কোথা হতে আসে
মহা অজানাকে জানবার এত আগ্রহ
প্রাণ দেয়া-নেয়ার ইতিহাস আর
বিপ্লবের রক্তাক্ত প্রান্তর দেখার দৃষ্টি
তুমি কেমন করে পেলে।
কোনোদিন কি কোনো বিপ্লবী মিছিলে
বুকে বুলেট নেয়ার জন্য
তুমি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলে?

কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে
যীশুর মতো তুমি ধরায় এলে,
মঙ্গলময়ের হাত ধরে
তুমি কোথায় যেতে চাও।
কখনো কি গিয়েছো তুমি
চাঁদের আলোয় ভেসে
হৃদ্ যমুনার তীরে
কখনো দেখেছো কি প্রাণ-বন্যায়
ডুবে যেতে কি আনন্দ।
দেশের জন্য প্রাণ দেয়ার আনন্দ
কি কোনোদিন উপভোগ করেছো
অগ্নিস্নানে কি নিজেকে দগ্ধ করেছো
পোড়া হৃদয়টাকে আগামীর জন্য তৈরি করেছো।
আমি তোমার ভেতর আগুন দেখেছি
আগামীর লড়াইয়ে সৈনিক হওয়ার জন্য
নিজেকে তৈরো করো।
আমরা, যাদের চলে যাওয়ার দিন আসন্ন
যেন আমাদের সংগ্রামের পতাকা
তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারি।
এর মর্যাদা রক্ষা করবে
এই প্রত্যয় নিয়ে যেন মরতে পারি।

উনি আসলেন, দেখলেন
মনে মনে জয় করলেন

চারিদিকে সাজ সাজ রব
বিরাট ময়দানে
আলো ঝলমল মঞ্চ
যেন কমলালয় সার্কাস
লাল কার্পেট, উনি আসলেন
উনি ভাবলেন, উনি দেখলেন
মনে মনে জয় করলেন।

উনি উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে
তোষামোদকারীরা সবাই দাঁড়িয়ে
অভ্যর্থনা জানাল।
তিনি অর্থপূর্ণ মৃদু হেসে বললেন:
আমার কোনো উচ্চাঙ্খা নেই
দেশসেবা ছাড়া।
আমি কিছুই হতে চাই না
তোষামোদকারীরা সমস্বরে বলে উঠলো
আপনাকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে আমরা চাই
উনি বললেন,
আপনারা যদি চান
আমার কোনো আপত্তি নেই
আবার করতালিতে ময়দান মুখর হয়ে উঠল।
লোকেরা পথে-ঘাটে বলাবলি করতে লাগল
রাজনীতিবিদদের চোর-বদমাশ ডেকে
হারামজাদারাও রাজনীতিবিদ হতে চায়।

সেখানে কেন যাবো

তোমাকে নিয়ে
আমি পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়াতে চাই,
তোমাকে নিয়ে
আমি সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যেতে চাই,
তোমাকে নিয়ে
বিশ্ব ব্রহ্মা ঘুরে বেড়াতে চাই,
আকাশ তারকা বহু অজানা তীর্থে যেতে চাই।

আমি তোমাকে নিয়ে
রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতে চাই,
যেতে চাই মোহরদির কাছে
যেতে চাই সুচিত্রা সেনের কাছে।
যেন রূপে-গন্ধে সুরে-ছন্দে আমি প্লাবিত হতে পারি।

যেখানে নেই বিটোভেনের অমর সিম্ফনী
মোজার্ট কিংবা চায়াকভস্কির স্বর্গীয় সুর ভাণ্ডার,
আমি সেখানে কেন যাবে
যেখানে রবীন্দ্রনাথের ভক্তির গান নেই
প্রেমের গান নেই
বসন্তের গান নেই
বর্ষার গান নেই
যেখানে রবীন্দ্রনাথ আর নজরুল
পাশাপাশি নেই।
আমি সেখানে কেন যাবো?

আমি সেখানে কেন যাবো
যেখানে আমীর খসরুর মতো
কালজয়ী কামেল ওস্তাদ নেই।
যেখানে লালন শাহের মতো
আধ্যাত্মিক ফকির নেই
মানুষের জন্য কাঁদতে পারে
এরকম একজন প্রেমিক পাগল নেই
বিধাতার সাথে সেতারে কথা বলতে পারে এরকম
একজন ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ নেই।

আমি তোমাকে নিয়ে
মক্কা মদীনার মরু প্রান্তরে যেতে চাই
যেখানে মরুভাস্কর বিশ্বনবী
একটি মানবতার বৃক্ষ,
একটি জ্ঞানের বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন।

বলেছিলেন,
সকল মানবম লী এক জাতি।
বলেছিলেন,
যদি দু'টি পয়সা থাকে হাতে
একটি পয়সা দিয়ে কেনো খাদ্য
অন্য পয়সা দিয়ে কেনো ফুল।
বলেছিলেন,
কৃষ্ণকায়ের চাইতে শ্বেতকায় শ্রেষ্ঠ নয়,
একজন অনারবের চাইতে একজন আরব শ্রেষ্ঠ নয়,
সে-ই শ্রেষ্ঠ যার ভেতর মনুষ্যত্ব আছে।

যে স্বর্গে সত্যের সন্ধানী আইনস্টাইন যেতে পারবে না
সে স্বর্গে আমি কেনো যাবে–
কোন পুরস্কারের আশায়।

আমার মৃত্যু হলে

আমার মৃত্যু হলে
কোনো মেজবান দিয়ো না।
ডেকো না ডেকো না সভা
চৈত্রের ছায়ায়।

যদি একান্তই কিছু করতে চাও
আমার কবিতাগুলো
চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়ো
ফুলের মতো,
যেন পাঠকেরা
আমার কবিতা পড়ে
সুবাসিত হয়।

আমি চিরকাল
যে স্থূল রুচির বিরুদ্ধে লিখেছি,
লড়াই করেছি,
কাজ করেছি,
সেই স্থূল রুচির কোনো নমুনা
আমার মৃতদেহের কাছে এনো না।
আমার কবিতা পড়ে
একটি পাঠকও যদি
আমার রুচির অন্তর্গত হয়
আমার আত্মা শান্তি পাবে।
আমার মৃত্যু হলে
একটি গরুরও মেজবান দিয়ো না,
ডেকো না ডেকো না সভা
চৈত্রের ছায়ায়।

যদি একান্তই কিছু করতে চাও
পবিত্র কোরানের পুণ্য সুরাহ্ পাঠের শেষে
রবীন্দ্রনাথের কিছু ভক্তিমূলক গান,
যা সৃষ্টিকর্তার মহিমায় উদ্ভাসিত,
আমাকে শুনিয়ে দিয়ো,
আমার আত্মা শান্তি পাবে।
দোহাই তোমাদের
আমার মৃত্যু হলে
কোনো মেজবান দিয়ো না।
ডেকো না ডেকো না সভা
চৈত্রের ছায়ায়।

বিত্তের বৈভব দেখাবার

বহু পথ খোলা আছে,
গড়ো না কেন
আর.পি. সাহার মতো
একটি ভারতেশ্বরী হোম
অথবা রবীন্দ্রনাথের মহিমায়
একটি শান্তি নিকেতন।
সন্‌জীদা খাতুনের আদলে
ছায়ানট কিংবা নালন্দা বিদ্যাপীঠ।
স্থূল পথে আমার আত্মাকে
বিব্রত করো না।

আমার মৃত্যু হলে
কোনো মেজবান দিয়ো না।
ডেকো না ডেকো না সভা
চৈত্রের ছায়ায়।

স্মৃতিপাঠ

অমাবস্যা পার হয়ে
কবে আসবে
উদার জ্যোছনালোকে।
কবে আসবে
ধলেশ্বরীর তীরে
মাঘের উৎসবে।
ঘৃণার নদী পার হয়ে
কবে হবে আনন্দের অশ্রুপাত,
গ্রাম জুড়ে কবে হবে
আকাঙ্ক্ষার পদ্ম উন্মীলন,
ফুলতোলা পাখা,
বালিশের কভারে কারুকার্য,
ক্ষুদ্র সূচির মুখে
কিশোরীর প্রেমের স্পন্দন
আবার কি আসবে ফিরে
এই বাংলায়
কচুরিপানা শোভিত
নদী বিস্তৃত নন্দন কাননে।

তোমার প্রতিটি সৃষ্টিতে

রাত্রির শেষ তারাটি যখন
আকাশে মিলিয়ে যায়
প্রত্যুষে সূর্য যখন ওঠে
পাখিরা গায় গান
আলো স্পর্শে যখন
বাগানে বাগানে ফুল ফোটে
তখন বিস্ময়ে তোমার কথা ভাবি
তুমি কে তুমি কেথায় তা জানি না
তোমার প্রতিটি সৃষ্টিতে
তোমার স্পর্শ পাই
আকাশ ভরা তারায় তারায়।

আবার জেগে উঠেছি

শত্রু মিত্র বেছে নিতে
আমার কোনোদিন ভুল হয়নি।
শত্রুর দম্ভের অন্তরালে
আমি চিরকাল শুনেছি
এক মর্মভেদী আর্তনাদ।
তার অট্টহাসির পেছনে দেখেছি
এক নিষ্ঠুর ঘাতকের ছবি।
তার দম্ভোক্তির পেছনে দেখেছি
এক কাপুরুষের কাতর কান্না।
রাবণের মতো অপরাধে বুঝেও সে অস্ত্র ধরে
মেঘনাদকে পাঠায় যুদ্ধে
শুধু নিহত হওয়ার জন্য।

দুই আগুনের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে
আমি কোনোদিন নিরপেক্ষতার ভান করিনি।
এমনি করে দুঃসময়ে সঙ্কটে বিপদে
মানুষকে দৃঢ় অবস্থান নিতে হয়
মৃত্যু নিশ্চিত জেনে।
ব্যক্তিগত বন্ধুত্বকে অগ্রাহ্য করে
প্রিয়জনের নিষেধ উপেক্ষা করে
বেছে নিতে হয় সঠিক পথ।

এই গ্রহণ বর্জনের খেলায়
আমি কখনো কখনো হেরেছি
আবার জেগে উঠেছি।
মেরেছি মরেছি
আবার ইতিহাসের পাতায় উঠে এসেছি
একজন বিজয়ী সৈনিকের মতো।

দ্বার খুলে দাও

এসো দ্বার খুলে দাও দ্বার খুলে দাও
প্রাণ খুলে দাও প্রাণ খুলে দাও
আসুক ঝড় বৃষ্টি হাওয়া
হৃদয় মাঝে লাগুক দোলা
সকল দুয়ার রাখো খোলা
মুক্তির লাল পতাকা হাতে তুলে নাও।
দ্বার খুলে দাও দ্বার খুলে দাও
আঁধার রাতে আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো
পায়ের শিকল
হাতের বাঁধন খোলো
দ্বার খুলে দাও দ্বার খুলে দাও
মুক্ত করো মুক্ত করো।

রক্তের ভেতর মৌমাছির গুঞ্জরণ

তোমাকে হারালে
আমি অন্ধ হয়ে যাবো
তুমি আমার চোখের প্রদীপ
তোমাকে হারালে
আমি খ হয়ে যাবো।
অঙ্গে অঙ্গে বাজানো বাঁশি
তুমি আমার শক্ত পা দু'খানি
রক্তের ভেতর মৌমাছির গুঞ্জরণ
হাতের তালুতে রাখা
বর্ষার প্রথম কদম ফুল
তুমি আমার বুকের খাঁচার
অচিন পাখি
শরৎকালের সুন্দর নীল আকাশ
নদীর ধারে শুভ্র কালের গুচ্ছ।

শক্ত মাটিতে পা থাকলে

শক্ত মাটিতে পা থাকলে
আকাশের দিকে হাত বাড়ানো যায়
চোখে আলো থাকলে
সূর্যের সাথে কথা বলা যায়
গভীরভাবে ফুল ভালোবাসলে
প্রেমিক হওয়া যায়
অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুকে ক্রোধ থাকলে
মিছিলে যাওয়া যায়
হৃদয়ের বেদনায় আনন্দ থাকলে
বিশুদ্ধ সুরে গান গাওয়া যায়।

এখন কী করে ঘরে বসে থাকি

এখন কী করে ঘরে বসে থাকি
বাসর রাতে
কথা দিয়েছিলে
কোনোদিন পেছনে টানবে না আমাকে
কথা দিয়েছিলে
শত্রুর বুলেটে ঝাঝরা হয়ে গেলে আমার বুক
তুমি কাঁদবে না, ভয় পাবে না
আমার পতাকা তোমার হাতে নিয়ে
মিছিলের পুরোভাগে গিয়ে দাঁড়াবে
মিছিল থামবে না, মিছিল থামবে না।
আজ তুফান হাজার বর্গমাইল জুড়ে
আমার মায়ের লাশ ছড়িয়ে আছে
পা দুখানি কামড়ে টানছে শিয়াল কুকুর
দুই চোখে ঠোকর দিচ্ছে শকুনী
থুলে থুলে বুকের মাংস ছিঁড়ে ফেলছে হায়েনারা
এসিডে এসিডে ঝলসে গেছে
মায়ের শ্যামল মুখচ্ছবি
একাত্তরে পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছে মোল্লারা
বলো বলো
এখন কি আমার ঘরে বসে থাকার দিন
চর্যাপদের প্রতিটি অক্ষর দিয়ে
তৈরি আমার শরীর ভাষা শহীদদের
মুক্তিযুদ্ধের রক্ত দিয়ে তৈরি আমার চেতনা
মাদ্রিদ পর্যন্ত ছড়ানো আমার দৃষ্টির আলো।
কিউবায় আমি যুদ্ধ করেছি
ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সহযোদ্ধা হয়ে
বলিভিয়ার চে'র
বুকের রক্ত ছুয়ে শপথ
করেছি। যে কোনো মুক্তিযুদ্ধে আমি থাকবো
চিলির যুদ্ধে আলেন্দের পেছনে আমি ছিলাম
স্তালিনগ্রাদে ফ্যাসিবাদের
বিরুদ্ধে লড়াই করেছি
স্পেনের ট্রেঞ্চে যেখানে
ক্রিষ্টফার কডওয়েল
আর রক্তাক্ত শরীরে লোকেরা শুয়ে আছে
আমি তাদের সাথী তাদের কমরেড
ভিয়েতনামে হোচিমিনের
পাশে ছিলাম আমি
সেই আমি
আমার মায়ের এই বিপন্ন ও বীভৎস ছবি দেখে কী
ঘরে বসে থাকতে পারি

তুমি বলো প্রিয়তম
ওরা আমাকে খুন করতে পারবে না
আমি বলিভিয়ায় জীবন দিয়ে
ভিয়েতনামে বেঁচে উঠব
আমার রক্তে বীজে জন্ম নেবে
হাজার হাজার
লেনিন মাও আর চে'গুয়েভারা।
প্রিয়তমা,
আমাকে শেষ যুদ্ধে শরীক হতে দাও।
কথা দিয়েছিলে
শত্রুর গুলিতে
ঝাঝরা হয়ে যাওয়া
আমার বুকের রক্ত দেখে
তুমি কাঁদবে না। ভয় পাবে না
আমার হাতের পতাকা নিয়ে
তুমি মিছিলে যোগ দেবে
মিছিল থামবে না, মিছিল থাকবে না।
প্রিয়তমা,
বাসর রাতে কথা দিয়েছিলে
পেছনের দিকে আমাকে টানবে না
আমার ফাঁসির রশিকে তুমি ভাববে
ফুল ডোরে বাঁধা বিপ্লবীর
গলার অলঙ্কার হাঁসুলি।
প্রিয়তমা,
আমাকে যুদ্ধে যেতে দাও
এ যুদ্ধ আগামী দিনের শেষযুদ্ধ
বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদকে কবর দেয়ার
অদম্য সংগ্রাম। শেষ লড়াই
বিদায় প্রিয়তমা বিদায়
ইনকিলাব জিন্দাবাদ
বিপ্লব জয়যুক্ত হোক।

স্মরণ করো

এ কথা আমার ছিল জানা
তুমি কোনোদিন আর
আমার দিকে তাকাবে না
মাঠের ফসল মাঠে হবে লয়
তোমার সাথে হবে না কখনো
গভীর পরিচয়।
আমার পথে কোনোদিন তুমি
আর হাঁটবে না
তোমার বুকের নদীতে
উঠবে না প্রবল ঢেউ
তোমাকে যে কত ভালোবাসি
সে কথা জানবে না তুমি ছাড়া আর কেউ।
তুমি একবার
সেই কথা স্মরণ করো
আমি যে তোমার সাথে
গান গেয়েছিলাম
আমার হাতে তুমি গুঁজে গিয়েছিলে
বেলি ফুলের মালা।
সেই কথাটি মাঝে মাঝে
স্মরণ করো।

স্বপ্নকে সাজাতে হবে

আসতে চাও আসো
তবে একটি শর্ত
মিছিলে দাঁড়াতে হবে
বুলেটের মুখোমুখি
স্বপ্নকে সাজাতে হবে
ত্রিশ লক্ষ জীবনের
অপার মহিমা দিয়ে।
সৎ অর্জনের ভোজ্য খেয়ে
রক্তকে করতে হবে শুদ্ধতম
রুখে দাঁড়াতে হবে
নিয়তির বিরুদ্ধে।
আসতে চাও আসো।

আলোকিত মানুষের সঙ্গে

বিদেশীদের আছে ক্লাব, ব্যবসার লেনদেনের জন্য
যোগাযোগ কেন্দ্র– কিম্বা ব্যস্ততার শেষে সামান্য
মদ্যপানসহ তাসখেলা কিছু বিনোদন।
আমাদের ছিল নির্ভেজাল আড্ডা। কোনো স্বার্থ কেন্দ্রিক নয়
শুধু শোনা, বলা, রসের ফোয়ারা।
বিদেশে মেয়েদের জন্য আছে পার্কের কোণ। আমাদের
গ্রামে ছিল জলবেড়া দেয়া পুকুর ঘাট। এই
পুকুরঘাট থেকে যদি কেউ সংগ্রহ করতো– উঠে আসতো
কত অজানা কাহিনী। আজ আর সেই জলঘাট নেই।
তার বদলে বসেছে টিউবওয়েল অথবা সরাসরি
পানির লাইন। মানুষ নিজের আলোকে অন্যকে
দেখে। নিজের আলো যদি ম্লান হয়– তবে
উজ্জ্বল আলোকিত মানুষকে ম্লান ভাবে
দেখে, ছোট করে দেখে। তাই অপরকে
দেখার জন্য নিজের আলোতে উজ্জ্বলতর
করতে হয়। সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে,
অনুশীলনের মাধ্যমে, আলোকিত
মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার মাধ্যমে।

কে তুমি

বিস্মিত আমার চোখে
নবরত্ন তুমি
বসন্তের প্রথম কোকিলের ডাক
শুভলগ্নের মিলনের প্রথম শঙ্খ ধ্বনি
অনাগত দিনে জয়নুলের
অসামান্য চিত্র প্রদর্শনী
অশোক সঞ্চারী তুমি
রাজেন্দ্র নন্দিনী।
তুমি কীভাবে বেঁধেছো
আমার তরণী
তোমার আকুল ব্যাকুল কূলে
ঢেকে দিয়েছো সারাটা শরীর
তোমার বন্ধনহীন অবাধ কালো চুলে
কে তুমি– কী তোমার নাম
আজ শুধু জানিলাম
তুমি কেতকী কুঞ্জ মালিকা
তুমি এক সুবিন্যস্ত শ্যামল
আধুনিকা
তুমি বেদনার দেয়ালে
মধু, শুভ্র, স্নেহ কমলিকা।

আমার প্রিয় শহীদ মিনার

কেন তোমার কাছে আসি
বারে বারে আসি ফিরে ফিরে আসি
বোঝ না কেন তুমি
হে আমার প্রিয় শহীদ মিনার
আমার দাবির হৃদয়
কতকাল খুঁজেছি তোমাকে
মিশর ব্যাবিলন ইরানে তুরানে
সিন্ধুর ভগ্নস্তুপে– অজন্তা ইলোরায়
বাগদাদ বসরায়
যাযাবরের মতো কত যে খুঁজেছি তোমায়
সুদূর মক্কা মদীনায়।
বসরার গোলাপ হাতে নিয়ে
কতবার ভেবেছি, এই বুঝি তুমি
দীর্ঘপথ ঘুরে
কোথাও পাইনি খুঁজে
আপন স্বদেশ ভূমি।
সেই ঠিকানার খোঁজে বিভোর হয়ে
মাঝে মাঝে আপন ভাইয়ের গলায়
চালিয়েছি ছুরি
ভাইয়েরাও আমার মাথায়
কতদিন ভেঙেছে কাঁঠাল
ডেকেছে যবন ডেকেছে বাঙালি
বেধেছে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা, ভ্রাতৃহত্যা
আত্মহননে কেটেছে দীর্ঘকাল
সেই গ্লানি নিয়ে দুই দুইবার
হয়েছি স্বাধীন।
শুধু পতাকা বদল
ভাঙেনি শৃঙ্খল
আপন মহিমায়
মাথা তুলে দাঁড়াইনি দৃঢ়তায়
শ্যামল মাটিতে আপন মহিমায়।
তারপর দিনে দিনে
বহু বেড়েছে দেনা
ভ্রাতৃহত্যা রক্তপাত
অশনি সম্পাত পার হয়ে
বার বার – কতবার
রক্তে রক্তে রঞ্জিত হয়েছে রাজপথ
গ্রাম-গঞ্জ, শহর-নগর
অতঃপর রক্তিম ডাক
বেদনার স্তম্ভিত পাহাড়
শত্রুর জটিল ভ্রুকুটি

পার হয়ে ফিরেছি স্বদেশে
ফেরারি বেশে
এইতো সেদিন একুশে ফেব্রুয়ারি।
একুশ, তাই তোমার কাছে বার বার ফিরে আসি।
তোমার কাছে বার বার আমি আলোর প্রত্যাশী।
তুমি ঘুচিয়েছো আমার জারজ অভিধা
আমাকে দিয়েছো ভূমিপুত্রের বিরল সম্মান
দিয়েছো আমাকে আত্মপরিচয়ের মাহিমা
অন্ধকারে আলোর দিশা
ললাটে লাল জয় টিকা
তাই বার বার তোমার কাছে
ফিরে আসি, একুশ তোমার কাছে ফিরে আসি।
তোমার রক্তিম হৃদয়ে করতল রেখে
তোমাকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি।
আমাদের সংকটে সংগ্রামে
একমাত্র তুমি অস্ত্রাগার
একুশ তুমি আমার
বেদনার স্তম্ভিত পাহাড়।

আমাকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়ো না

ছাপাতে চাও না কেন
আমার কবিতা
তোমাদের কাগজে
খ্যাতনামা কারো পাশে
যথাযোগ্য মর্যাদায়
আমি এতই পরিত্যক্ত
দলিত দুর্বিনীত
নাকি ভয় করো
আমার আজন্ম বিদ্রোহতে
ক্ষমতার দাসত্বে মগ্ন
আত্ম সমর্পিত সৌখিন বিপ্লবীরা।
কাছের মানুষ বলে
যাদের পাশে ডেকেছি
দূরের মানুষ বলে
যাদের দূরে ঠেলেছি
তারা জেনে রেখো
মানুষের হৃদয় থেকে
আমাকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়ো না
মাছেরা যেমন জল ছাড়া বাঁচে না
আমি তাদের মধ্যে বেঁচে আছি
আমি তাদের মধ্যে মরি না বাঁচি
তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো।

কালের অমর সাক্ষী

শহীদ মিনার
না, স্মৃতির মিনার
নাকি সমুন্নত পিড়ামিড
কালের অমর স্বাক্ষী
বেদনার স্তম্ভিত পাহাড়।
শহীদ মিনার
না, স্মৃতির মিনার।
নাকি প্রাণ দেয়া নেয়া খেলা খেলে
একুশে স্বদেশ ফেরার।
এই স্বদেশ যাত্রায়
কারো হাতে বীণা ছিল
কারো হাতে ছিল শুধু একতারা
কারো হাতে ছিল ফুল
কারো হাতে প্রদীপের শিখা
কারো হাতে ছিল পোস্টারে লিখা
উদ্ধত স্লোগান।

যাবার আগে নিস্নে কেড়ে

আর কত ধন কেড়ে নিবি তুই
প্রাণের প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে
ঝড়ে ঝড়ে আর কত ঝরাবি জুঁই
আর কত মার মারবি আমায়
আর কত করবি অসহায়
বুদ্ধি নিলি আবেগ নিলি
এবার সাহস নিতে ঘরে এলি
আর কত ধন কেড়ে নিবি তুই।
বলরে নিঠুর বল
যাবার আগে নিসনে কেড়ে
আমার যা কিছু সম্বল।
কেড়ে যদি নিস প্রেমের আলো
জীবন পুড়ে নামবে কালো
ঘোর আঁধারে হাঁটবো কেমন করে।
চোখ যদি তুই অন্ধ করিস
তোর চরণ দু'টি ধরবো কেমন করে।

দুরন্ত সৈনিক

সূর্যের মতো প্রখর নও
চাঁদের মতো উজ্জ্বল তুমি
বটবৃক্ষের মতো একা
শেকল ভাঙার তুমি দুরন্ত সৈনিক
সে কথা সবাই বুঝতে না বুঝতে
তুমি পৌঁছে গেছো জীবনের শেষপ্রান্তে।

মানুষকে অভিন্ন দেখার দৃষ্টি তোমার
একবার ছড়িয়ে দাও বিশ্বময়
এ দেশের অমানুষ যেন
আবার মানুষ হয়।
আলোকিত হয়।

জীবন হতো নদী

তুমি যদি আসতে কাছে জীবন হতো অর্থময়
তোমায় নিয়ে যেতাম ঘাটে
যে ঘাটে নেই মৃত্যুভয়
তোমায় নিয়ে যেতাম দূরে গিরিশৃঙ্গ হিমালয়
তুমি আসতে যদি
জীবন হতো নদী
হারিয়ে যেতাম সিন্ধু মাঝে
বিন্দু হয়ে বিশ্বময়
তুমি আসতে যদি
আকাশ ভরে ফুটত তারা
এ পৃথিবী হয়ে যেত
আনন্দেরই ফল্গুধারা।

নেই কোনো ভাবনা

আকাশ হতে সূর্য যদি যায় খসে
যাকনা
সহসা সাগর যদি যায় শুকিয়ে
যাকনা
তুমি যদি পাশে থাক
নেই কোনো ভাবনা
আকাশ হতে সূর্য ছিঁড়ে আনবো
ফুল আর পাখি নিয়ে চিরদিন থাকবো
প্রাণ দিয়ে মানুষকে ভালোবাসবো
পথে যদি ঝড় আসে হাজার প্রদীপ
জ্বেলে
মানুষের স্বাধীনতা আনবো।
আসে যদি কঠিন বিপদ
দাঁড়াবো আমরা সামনে
ভিরু যারা দুর্বল পেছনেই তারা
যাকনা
তুমি যদি কাছে থাক
নেই কোনো ভাবনা ॥

ক্লান্ত পথিক আমি

কি কথা বলতে চাও
বলো তাড়াতাড়ি, সময় পাবে না আর
সে কথা বলার
আমার চোখে নেমেছে এখন ঘোর অন্ধকার
কি কথা বলতে চাও বলো তাড়াতাড়ি
আমার দুচোখে নেমেছে এক গাঢ় অন্ধকার
মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে দিনের আকাশ
ঝাউয়ের পাতায়
করুণ সুরে কাঁদছে বাতাস
কী করে টানি জীবনের শ্বাস
সকল দুয়ার বন্ধ
ক্লান্ত পথিক আমি
হারিয়ে ফেলেছি আজ জীবনের সব ছন্দ।

আমাকে রুখবে কে

আমাকে রুখবে কে
আমাকে মারবে কে
আমি যে ছড়িয়ে আছি বিশ্বজুড়ে
নির্যাতিতের ঘরে ঘরে।
আমাদের একটি জীবন
করবে যারা যেথায় নিধন
আমরা সেথায় ল হয়ে
জন্ম নেব ঘরে ঘরে
আমরা যে ছড়িয়ে আছি বিশ্বজুড়ে।
নির্যাতিতের ঘরে ঘরে।
আমাদের একটি ফোটা
রক্তকনা যেথায় যেথায় পড়বে ঝরে
সেখানে ল জীবন তৈরি হবে
যুগ হতে যুগ যুগান্তরে
আমরা যে ছড়িয়ে আছি বিশ্বজুড়ে।
আমরা শক্তি মাপি আকাশ দিয়ে
আমরা শিকল ভাঙি
কঠিন আলোর বৃষ্টি দিয়ে
আমরা হাজার হাজার মুক্তি পাগল
রক্ত দিয়ে সিক্ত করি ধরিত্রীরে
আমরা বাজাই বিষাণ উড়াই নিশান
আকাশতলে গগন পরে।
আমরা ফসল ফলাই কঠিন মাটির বক্ষ চিরে।
আমরা ছড়িয়ে আছি বিশ্বজুড়ে
নির্যাতিতের ঘরে ঘরে ॥

হৃদয়ে হৃদয়ে

তোমার রক্ত দিয়ে আমি
ফুল ফোটাই হৃদয়ে হৃদয়ে
তোমার মৃত্যুকে নিয়ে
আমি জীবনের গান গাই
তোমার রক্ত দিয়ে
আমি আকাশে রঙ ছড়াই
তুমি আমার নীল আকাশে
প্রথম সূর্যোদয়
তুমি আমাদের জীবনের
জাগ্রত বিস্ময়
জয় হোক পিতা তোমার হোক জয়।
তোমার বজ্রকণ্ঠ দিয়ে
আমি দেশকে জাগাই
তোমার মৃত্যুকে নিয়ে
আমি জীবনের গান গাই।
তুমি আমাদের সবুজ শোভা
আমাদের অতলান্ত গৌরব
তোমাকে পেয়ে পেয়েছি আমরা
চিত্তের সৌরভ
তুমি আছো আমাদের মাঝে
তাই কোনো ভয় নাই

তাদের স্মরণ করি

মুক্তির যুদ্ধে শহীদ যারা
তাদের আমরা স্মরণ করি ॥
যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত যারা
জীবন যুদ্ধে সর্বহারা
দুই হাতে ভেঙে গেছে লৌহ কারা
তাদের আমরা স্মরণ করি ॥
বিপদে যারা চায়নি ত্রাণ
মরণের মুখে গেয়ে যায় যারা
মানুষের জয়গান।
তাদের আমরা স্মরণ করি ॥
স্বদেশের তরে অকাতরে
নিঃশেষে প্রাণ, করিল যে দান।
তাদের আমরা স্মরণ করি ॥
মহাচীন ভারত বাংলা
জঙ্গি ভিয়েতনাম
চিলি হয়ে সুদূর চট্টগ্রাম
যুদ্ধবাজদের দূর হটাতে
করেছে যারা রক্তদান
তাদের আমরা স্মরণ করি ॥

যুদ্ধবাজ

বেদনার ডালা খুলে দাও
মানুষেরা ক্ষুব্ধ
যুদ্ধবাজ যুদ্ধবাজ
যুদ্ধ করো বন্ধ
হা-হুতাশ নয়তো আজ
যুদ্ধবাজ যুদ্ধবাজ
যুদ্ধ করো বন্ধ।
আর কান্না নয় কান্না নয়
সন্ত্রাসের সকল ভয়
দূর করো দূর করো।
দুর্জনে প্রাণপনে
দূর হটাও দূর হটাও
কাজ নেই ক্রন্দনে
হাত মিলাও হাত মিলাও
কিষাণে মজুরে হাত মিলাও
পথের ক্লান্তি দূর করো
বন্ধ করো যুদ্ধ সাজ
মার্কিনী যুদ্ধবাজ
বন্ধ করো যুদ্ধ আজ
বন্ধ করো– বন্ধ করো।

গুচ্ছ

১.
তুমি আমাকে ডেকেছিলে
ছুটির নিমন্ত্রণে
প্রশ্ন করেছিলে, বলো আমি কে
বলেছিলাম তোমাকে চিনিনে
: আমি ঈশ্বর
আমি ভূমন্ডলের সম্রাট
আকাশ, নক্ষত্র, মাটি
ফুল-পাখি সমুদ্র
সকল আমার।

২.
অনন্তলোকের যাত্রাপথে
তোমার আমার প্রথম দেখা
তখনো সূর্য যায়নি অস্তাচলে
গোধূলির কাছে হয়নি আমার
বিদায়ের মন্ত্রশোনা
পথের সাথীরা চলে গেছে
আমায় পেছনে রেখে
এখন শুধু তুমি আমি।

৩.
মনে মনে দুঃখ পাই যখন দেখিনা আমার নাম
বন্ধুদের স্মৃতির চর্চার
কোথাও আমি আজ নেই
বন্ধুদের স্মৃতি থেকেও মুছে গেছি
মিছিলের পুরোভাগে আমি আজ নেই
আমি আর সদম্ভে করিনা ঘোষণা
অন্যায়ের প্রতিবাদে রক্ত দিয়ে প্রতিরোধ
করিনা রচনা।

৪.
এ কী ভালো লাগে বলো
যখন তুমি বারে বারে চমকাও
বারে বারে ধমকাও

এ কী ভালো লাগে বলো
যখন তুমি আমার আনন্দের উষ্ণতায়
বারে বারে বরফ ঢেলে দাও
বারে বারে চমকাও
বারে বারে ধমকাও।

৫.
সাগরে রয়েছে মুক্তা
গাছে ধরে ফল
মাঠে মাঠে পাকা ধান
পাখীর আছে গান
স্বর্গে আছে অপার ক্লান্তি
প্রেমে শুধু শান্তি।

৬.
পৃথিবীতে বাঁচবার সাধ নেই আর
মৃত্যু অবধারিত জেনেও
মৃত্যুকে ডাকি বারবার
চেতনায় এই বোধ কেন কাজ করে
কেন ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হয়
এই শব্দ-বর্ণ-গন্ধময়
এক সুন্দর নারী অধ্যুষিত বর্ণনার অতীত পৃথিবী।

৭.
ক্লান্ত কেন হে বালিকা
তোমার যে আকাশ ছুঁতে হবে
মাটি কর্ষণে যে অমৃত মুরতি
মানুষ আবিষ্কার করেছিল
তুমি যে সেই মাটির কন্যা
প্রাণের পূণ্যে ভরা তুমি বসুন্ধরা।

৮.
কখনো গিয়েছো কি
ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে
শুনেছো কি মানুষের নীরব ক্রন্দন
দেখেছো কি নীড়হারা পাখিদের অরণ্য রোদন
যাদের রক্তে রাঙা ঘামে ভেজা
শ্রমের ফসল
খেয়ে পরে আমরা বেঁচে আছি
দেখেছো কি তাদের চোখের জল।

৯.
কী হবে বলো পাথরে মাথা কুটে
এবার পাথর ভাঙার শক্ত হাতুড়ি
দিকে দিকে আজ ছড়িয়ে দাও
আমাদের মুক্তির পতাকা
ঘরে ঘরে আজ উড়িয়ে দাও।

১০.

কেন তুমি আমায় পাগল করো
তোমার কবিতায় ভাবসঙ্গী করে
আমি কি অতদূরে যেতে পারবো
যেখানে আমায় ডাক দিয়েছে
মিছিলে কঠিন ব্রতে
আমি কি অতদূরে যেতে পারবো
ভেসে যাবোনাতো জনতার স্রোতে।

১১.
ধৈর্যহীন আমি এক অবোধ বালক
ফড়িংয়ের ওড়া দেখে দোয়েলের গান শুনে
ভুলে যাই জীবনের শোক
ভালোবাসি ধানক্ষেত রাখালের বাঁশি
শত দুঃখ বেদনায় অকাতরে হাসি
অপরের দুঃখ দেখে
চোখের জলে ভাসাই নিজের বুক
বৈশাখের উত্তপ্ত দুপুরে পুকুরে
সাঁতার কেটে পাই যে কত সুখ।

১২.
চিত্তটাকে ফেলে ঢাকায় চলে এলাম
কুমার কামাল সনৎ হাসান
যাদের সাথে এই ক'টা দিন ছিলাম
তাদের প্রীতি ভালোবাসা সঙ্গে নিয়ে
হৃদয়টাকে তাদের কাছে রেখে
ঢাকায় চলে এলাম।

১৩.
কে বলে তুমি ও পাড়ার মেয়ে
ওপারের শোভা বর্ধন
তোমার কণ্ঠে শুনেছি আমি
প্রাচীন প্রেমের ব্যথার ক্রন্দন।
যে ব্যথায় মেঘেরা দল বেঁধে কাঁদে
শ্রাবণে যে কান্না বৃষ্টি হয়ে ঝরে
সে মেয়ে নিন্দিত হয় প্রেমের অপরাধে!

১৪.
তোমাকে যেন ভুলে না যাই
হে আমার গর্বিত ধন
ভাষার অহঙ্কার, শহীদ মিনার।

তোমার মহিমা উর্ধ্বে তুলে ধরে
যেন গাইতে পারি
চিরদিন তোমার বিজয়ের গান

ভাষার গান আশার গান
অর্জনের দীপাবলি।

১৫.
কখনো কখনো এমনো হয়
জীবনটা হঠাৎ করে থেমে যায়
পৃথিবীর সব আলো নিভে যায়
পৃথিবীর রঙ মুছে যায়
দু'চোখে দেখি শুধু অন্ধকার
তখন তুমি আর আমি ছাড়া
কেউ থাকে না আর পৃথিবীতে
আমাদের সঙ্গ দিতে।

১৬.
কত কাজ বাকি আছে
দূরে আর কাছে
জীবনের শেষ প্রান্তে এসে
মনে হচ্ছে দেশে ও বিদেশে
যাহা কিছু করেছি সঞ্চয়
সব কিছু যক্ষের ধনের মতো
রেখেছি আপন সিন্দুকে
তার কণাটুকু করিনিতো ব্যয়।

১৭.
জীবনটা কত ছোট
কত কাজ বাকি
কত দেশ রইলো অদেখা
জীবনের
কত গান হলো না গাওয়া
আকাশের কত তারা
হলো না গোণা
যা চেয়েছি তার কণাটুকু
হলো না পাওয়া।

১৮.
ভ্রান্ত কোন তারার ছায়ায়
আমার দিন ফুরালো
আমি তা জানি না
হঠাৎ কখন আসন্ন ভীষণ
সন্ধ্যাঘন অন্ধকার
আমি তা জানি না।

১৯.
আমার কিছু দুঃখ আছে

কিছু বেদনা আছে
তাই এসেছি তোমার কাছে ॥
তুমি ছাড়া কে আছে আমার
কার কাছে যাব বার বার
বেদনার গান শোনাতে তুমি ছাড়া, কার কাছে ॥

২০.
সেদিন খুঁজবে আমায় খুঁজবে
যখন আমি থাকবো না
সেদিন ডাকবে আমায় ডাকবে
যখন সে ডাক আমি শুনবো না।

কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি

ওরা চল্লিশজন কিংবা আরো বেশি
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে–রমনার রৌদ্রদগ্ধ কৃষ্ণচূড়ার গাছের তলায়
ভাষার জন্য, মাতৃভাষার জন্য–বাংলার জন্য।
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে
একটি দেশের মহান সংস্কৃতির মর্যাদার জন্য
আলাওলের ঐতিহ্য
কায়কোবাদ, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের
সাহিত্য ও কবিতার জন্য–
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে
পলাশপুরের মকবুল আহমদের
পুঁথির জন্য–
রমেশ শীলের গাথার জন্য,
জসীমউদ্‌দীনের 'সোজন বাদিয়ার ঘাটের' জন্য।
যারা প্রাণ দিয়েছে
ভাটিয়ালি, বাউল, কীর্তন, গজল
নজরুলের "খাঁটি সেনার চেয়ে খাঁটি
আমার দেশের মাটি।"
এ দুটি লাইনের জন্য
দেশের মাটির জন্য,
রমনার মাঠের সেই মাটিতে
কৃষ্ণচূড়ার অসংখ্য ঝরা পাপড়ির মতো
চল্লিশটি তাজা প্রাণ আর
অঙ্কুরিত বীজের খোসার মধ্যে
আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের অসংখ্য বুকের রক্ত।
রামেশ্বর, আবদুস সালামের কচি বুকের রক্ত
বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সেরা কোনো ছেলের বুকের রক্ত।
আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের প্রতিটি রক্তকণা
রমনার সবুজ ঘাসের উপর
আগুনের মতো জ্বলছে, জ্বলছে আর জ্বলছে।
এক একটি হীরের টুকরোর মতো
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছেলে চল্লিশটি রত্ন
বেঁচে থাকলে যারা হতো
পাকিস্তানের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ
যাদের মধ্যে লিংকন, রকফেলার,
আরাগঁ, আইনস্টাইন আশ্রয় পেয়েছিল
যাদের মধ্যে আশ্রয় পেয়েছিল
শতাব্দীর সভ্যতার
সবচেয়ে প্রগতিশীল কয়েকটি মতবাদ,
সেই চল্লিশটি রত্ন যেখানে প্রাণ দিয়েছে
আমরা সেখানে কাঁদতে আসিনি।

যারা গুলি ভরতি রাইফেল নিয়ে এসেছিল ওখানে
যারা এসেছিল নির্দয়ভাবে হত্যা করার আদেশ নিয়ে
আমরা তাদের কাছে
ভাষার জন্য আবেদন জানাতেও আসিনি আজ।
আমরা এসেছি খুনি জালিমের ফাঁসির দাবি নিয়ে।

আমরা জানি ওদের হত্যা করা হয়েছে
নির্দয়ভাবে ওদের গুলি করা হয়েছে
ওদের কারো নাম তোমারই মতো ওসমান
কারো বাবা তোমারই বাবার মতো
হয়তো কেরানি, কিংবা পূর্ব বাংলার
নিভৃত কোনো গাঁয়ে কারো বাবা
মাটির বুক থেকে সোনা ফলায়
হয়তো কারো বাবা কোনো
সরকারি চাকুরে।
তোমারই আমারই মতো
যারা হয়তো আজকেও বেঁচে থাকতে
পারতো,
আমারই মতো তাদের কোনো একজনের
হয়তো বিয়ের দিনটি পর্যন্ত ধার্য হয়ে গিয়েছিল,
তোমারই মতো তাদের কোনো একজন হয়তো
মায়ের সদ্যপ্রাপ্ত চিঠিখানা এসে পড়বার আশায়
টেবিলে রেখে মিছিলে যোগ দিতে গিয়েছিল।
এমন এক একটি মূর্তিমান স্বপ্নকে বুকে চেপে
জালিমের গুলিতে যারা প্রাণ দিল
সেই সব মৃতদের নামে
ফাঁসি দাবি করছি।
যারা আমার মাতৃভাষাকে নির্বাসন দিতে চেয়েছে তাদের জন্যে
আমি ফাঁসি দাবি করছি
যাদের আদেশে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তাদের জন্যে
ফাঁসি দাবি করছি
যারা এই মৃতদেহের উপর দিয়ে
ক্ষমতার আসনে আরোহণ করেছে
সেই বিশ্বাসঘাতকদের জন্যে।
আমি তাদের বিচার দেখতে চাই।
খোলা ময়দানে সেই নির্দিষ্ট জায়গাতে
শাস্তিপ্রাপ্তদের গুলিবিদ্ধ অবস্থায়
আমার দেশের মানুষ দেখতে চায়।

পাকিস্তানের প্রথম শহীদ
এই চল্লিশটি রত্ন,
দেশের চল্লিশ জন সেরা ছেলে
মা, বাবা, নতুন বৌ, আর ছেলে মেয়ে নিয়ে
এই পৃথিবীর কোলে এক একটি

সংসার গড়ে তোলা যাদের
স্বপ্ন ছিল–
যাদের স্বপ্ন ছিল আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে
আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার,
যাদের স্বপ্ন ছিল আণবিক শক্তিকে
কীভাবে মানুষের কাজে লাগানো যায়
তার সাধনা করার,
যাদের স্বপ্ন ছিল– রবীন্দ্রনাথের
'বাঁশিওয়ালার' চেয়েও সুন্দর
একটি কবিতা রচনা করার,
সেই সব শহীদ ভাইয়েরা আমার
যেখানে তোমরা প্রাণ দিয়েছ
সেখানে হাজার বছর পরেও
সেই মাটি থেকে তোমাদের রক্তাক্ত চিহ্ন
মুছে দিতে পারবে না সভ্যতার কোনো পদক্ষেপ।

যদিও অগণন অস্পষ্ট স্বর নিস্তব্ধতারকে ভঙ্গ করবে
তবুও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ঘন্টা ধ্বনি
প্রতিদিন তোমাদের ঐতিহাসিক মৃত্যুক্ষণ
ঘোষণা করবে।
যদিও ঝঞ্ঝা-বৃষ্টিপাতে–বিশ্ববিদ্যালয়ের
ভিত্তি পর্যন্ত নাড়িয়ে দিতে পারে
তবু তোমাদের শহীদ নামের ঔজ্জ্বল্য
কিছুতেই মুছে যাবে না।
খুনি জালিমের নিপীড়নকারী কঠিন হাত
কোনোদিনও চেপে দিতে পারবে না
তোমাদের সেই লক্ষ্যদিনের আশাকে,
যেদিন আমরা লড়াই করে জিতে নেব
ন্যায়-নীতির দিন
হে আমার মৃত ভাইরা,
সেই দিন নিস্তব্ধতার মধ্য থেকে
তোমাদের কণ্ঠস্বর
স্বাধীনতার বলিষ্ঠ চিৎকারে
ভেসে আসবে
সেই দিন আমার দেশের জনতা
খুনি জালিমকে ফাঁসির কাষ্ঠে
ঝুলাবেই ঝুলাবে
তোমাদের আশা অগ্নিশিখার মতো জ্বলবে
প্রতিশোধ এবং বিজয়ের আনন্দে।

চট্টগ্রাম, সন্ধ্যা ৭টা, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২